

# আওয়ামী লীগের সঙ্গে ধর্মাত্মক মৌলবাদীদের নির্বাচনী চুক্তি

ব দ রু দী ন উ ম র

আওয়ামী লীগ নিজের চারদিকে এতদিন ধর্মনিরপেক্ষতার যে পাতলা পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং যে পর্দাকে তাদের বুদ্ধিজীবী সমর্থকরা মোটা বানিয়ে আওয়ামী লীগের প্রকৃত চরিত্র বেশি করে আড়াল করার চেষ্টা করে আসছিলেন, সে পর্দা এখন একেবারেই খসে পড়েছে। এই পর্দা খসা অবস্থায় আওয়ামী লীগের যে চেহারা জনগণের সামনে, এমনকি কিছু বিভ্রান্ত- আওয়ামী লীগ সমর্থক বুদ্ধিজীবীর সামনে উন্মোচিত হয়েছে তার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র দেখে তারা হতভম্ব ও বিব্রত। খোদ আওয়ামী লীগের মধ্যে যেসব কর্মী ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতারণামূলক প্রচারের শিকার হয়ে দলে যোগ দিয়েছিলেন তাদের অনেকেরই মোহমুক্তি ঘটেছে। খেলাফত মজলিসের সঙ্গে পাঁচদফা চুক্তি স্বাক্ষরের পর সবচেয়ে উলেখযোগ্য ব্যাপার হল, দালালিতে অভ্যাস- আওয়ামী লীগ সমর্থক যেসব বুদ্ধিজীবী এতদিন এই দলটির প্রত্যেকটি গণবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল কাজ নির্বাহী ও নির্লজ্জভাবে সমর্থন করে এসেছেন, তারাও আজ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বেঁকে বসেছেন। এছাড়া তাদের উপায় নেই। কারণ এই চুক্তির প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট চরিত্র এতই স্পষ্ট যে, একে কোনরকমে ব্যাখ্যা করে হালকা করার কোন সুযোগই নেই, যদিও আওয়ামী লীগ জেনারেল সেক্রেটারি আবদুল জলিল অপরিসীম দৃঢ়তার সঙ্গে প্রবল প্রতিরোধের মুখে এখন সেই নিষ্ফল কর্ম করতেই নিযুক্ত হয়েছেন।

লেজেন্ডেবের অবস্থা হয়ে আওয়ামী লীগ এখন খেলাফত মজলিসের সঙ্গে চুক্তির নানারকম ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করলেও এ ক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে হাস্যকর কাজ হল, যেদিন তারা এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে তার পরদিনই খ্রিস্টান সমাজের এক প্রতিনিধি দলের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের সভানেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কথা বলা ও এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সবার আশীর্বাদ প্রার্থনা করা। (উদ্বোধন ২৫.১২.২০০৬)। পূর্বদিন খেলাফত মজলিসের সঙ্গে পাঁচদফা চুক্তি স্বাক্ষর এবং পরদিন এ কথা বলার মধ্যে অবাধ হওয়ার কিছু নেই। এই হল এদের চরিত্র। অবাধ হওয়ার ব্যাপার শুধু এই যে, নিজেদের এই চরিত্র তারা এতদিন আমাদের জনগণের একটা বড় অংশের কাছে ও সেই সঙ্গে দুনিয়ার কাছে সাফল্যের সঙ্গে আড়াল করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে আওয়ামী লীগ যেভাবে এ কাজ করতে গেছে এর থেকে বোঝা যায় যে, নির্বাচনে জনগণের ওপর তাদের বিশেষ ভরসা নেই। জনগণের যে সমর্থন তাদের পেছনে আছে বলে তারা লম্বা লম্বা বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছিল, সে সমর্থন যে মাঠপর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে তাদের পেছনে নেই, এই উপলব্ধি থেকেই আওয়ামী লীগ খেলাফত মজলিসের মতো একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মাত্মক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার দিক দিয়ে এই দলটি জামায়াতে ইসলামী থেকে কম নয়, উপরন্তু আরও বিপজ্জনক। এ থেকে বোঝার অসুবিধা নেই যে, নির্বাচনের আগে জামায়াতে ইসলামী যদি বিএনপিকে ছেড়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে এগিয়ে আসত তাহলে আওয়ামী লীগ জামায়াতকে নিঃসন্দেহে ও সাদরে আলিঙ্গন করত। আওয়ামী লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা চামচারা ছাড়া এটা আর কেউই অস্বীকার করবে না, কারণ এটা অস্বীকার করার থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে হাস্যকর ও মূঢ় ব্যাপার আর কী হতে পারে?

এটা যে আওয়ামী লীগের পক্ষে খুবই সম্ভব এর অন্য প্রমাণ হল, তাদের নেতৃত্বাধীন মহাজোটে চোর ও সৈরতন্ত্রী এরশাদের যোগদান। যার সৈরাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত- শাসনের বিরুদ্ধে আশির দশকে বাংলাদেশের ইতিহাসে রাজনৈতিক দলগুলোর সবচেয়ে ব্যাপক এবং একটানা রাজনৈতিক প্রতিরোধ আন্দোলন হয়েছিল, তাকেই এখন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটে আলিঙ্গন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আরও লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এরশাদ যখন বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে যোগদানের বিষয়টি বাহ্যত প্রায় চূড়ান্ত- করে এনেছিলেন ঠিক তখন শেখ হাসিনা বলেছিলেন- ‘সব চোর এক হয়েছে’। সে সময় ‘সব চোর এক হয়নি’ এই শিরোনামে আমার একটি প্রবন্ধ ‘দৈনিক ইত্তেফাকে’ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, এরশাদ ও বিএনপি চোর বটে, তবে তার বাইরেও চোর আছে। যেহেতু আওয়ামী লীগ এই ঐক্যের মধ্যে নেই, কাজেই এটা বলা চলে না যে, সব চোর এক হয়েছে। সেই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্যের সত্যতা এখন অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। চোর হিসেবে এরশাদ এখন বিএনপিকে পরিত্যাগ করে আওয়ামী লীগকে আলিঙ্গন করে তাদের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের ছাতার তলায় আশ্রয় নিয়েছেন। ‘রাজনীতিতে শেষ কথা নেই’ বলে চরম নির্লজ্জ সুবিধাবাদী বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর দক্ষিণ ও বামপন্থী দলগুলো ২০০৭ সালের নির্বাচন সামনে রেখে যে মাদারির খেলা দেখাচ্ছে, তার থেকে ন্যাকারজনক রাজনৈতিক ব্যাপার আর কী হতে পারে?

এই মাদারির খেলায় শুধু যে আওয়ামী লীগের চরিত্রই প্রমাণিত হয়েছে তাই নয়, বামপন্থী কমিউনিস্ট ইত্যাদি নামে পরিচিত বুর্জোয়া সুবিধাবাদীদের যেসব সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী এক এক নাম ধারণ করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দল ও মহাজোটে যোগদান করেছে এবং যোগদান না করলেও তার চারপাশে ঘুরঘুর করেছে, তাদের মুখোশও একইভাবে খসে পড়েছে। তারা বেশ খোশ মেজাজেই তাদের মহাজোটে এরশাদকে গ্রহণ করেছিল। এখন খেলাফত মজলিসের মতো এক ধর্মাত্মক মৌলবাদী দল মহাজোটের অন্-ভুক্ত হওয়ায় তারা কিছুটা অসুবিধায় পড়ে এর বিরুদ্ধে দু’চার কথা বললেও আওয়ামী লীগের খুঁটিতে নির্বাচনী স্বার্থে তারা যেভাবে বাঁধা আছে, সে খুঁটি ছেঁড়ার কোন সম্ভাবনা তাদের নেই। কাজেই শুধু আওয়ামী লীগের নয়, এর মধ্য দিয়ে এই প্রতারক বামপন্থীদের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী চরিত্রও জনগণের সামনে এখন উন্মোচিত হয়েছে। এ দেশে গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নতুনভাবে গঠিত হওয়ার শর্ত তৈরির ক্ষেত্রে এটা নিঃসন্দেহে এক ইতিবাচক ব্যাপার।

আবোল-তাবোল বকনেওয়ালা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল নিজেদের অপকর্ম সমর্থন করার চেষ্টায় বলছেন, কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করার কথা খেলাফত মজলিসের সঙ্গে তাদের চুক্তির মধ্যে নেই। না থাকলে কী আছে? যা আছে তা হল, ‘হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তারপর আর কোন নবী আসবেন না। যারা এর প্রতি বিশ্বাস রাখে না তারা নিজেদের মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে না- এই মর্মে আইন পাস করতে হবে।’ কাদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয়েছে? কাদের বিরুদ্ধে এই আইন পাস করার জন্য আওয়ামী লীগ-খেলাফত পার্টির এই চুক্তি? তারা কি কাদিয়ানি নয়? কাদিয়ানি ছাড়া আর কে এমন আছে যাদের বিরুদ্ধে প্রচার করা হয় যে, তারা হযরত মুহাম্মদকে শেষ নবী বলে স্বীকার করে না? এই আইন পাস করার জন্য কারা চুক্তি করে এবং খোদ যে ব্যক্তি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তিনি যখন বলেন, কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য আইন করার কোন কথা তাদের চুক্তিতে নেই, তখন তাকে কী বলা যেতে পারে? এদের পক্ষে কোন সৎ কাজ করা তো সম্ভবই নয়, উপরন্তু এরা এতই অযোগ্য যে, ঠিকমতো প্রতারণা করার দক্ষতাও এদের নেই।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সুবিধা করার লোভে খেলাফত মজলিসের সঙ্গে যে চুক্তি করেছে, তার ফলে তাদের যে কোন সুবিধা হবে না, এটা এই চুক্তির বিরুদ্ধে চারদিকে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সাধারণভাবে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সম্ভাবনা যে এর দ্বারা বেশ

ভালোভাবে ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত- হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই চুক্তির বিষয়ে তারা যতই ব্যাখ্যা-বিশেষ-  
ষণ দিক, এমনকি যদি তারা এ চুক্তি এখন বাতিলও করে, তাহলেও এই ক্ষতির হিসাব খুব বেশি  
পরিবর্তিত হবে না।

সংবাদপত্র রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, এ চুক্তির বিষয়ে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ নেতা অন্ধকারে  
থাকলেও আওয়ামী লীগে শেখ হাসিনার নিকট আত্মীয়-স্বজন এবং জাফরউলাহ নামক এক ব্যক্তিসহ অন্য  
কয়েকজনের বিষয়টি জানা ছিল। প্রসঙ্গত, জাফরউলাহ হলেন একজন বড় ব্যবসায়ী, আওয়ামী লীগ  
দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য এবং মার্কিন দূতাবাস ও আওয়ামী লীগের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম।  
এই লোকদের নিয়ে দলের মধ্যে দল পাকিয়ে শেখ হাসিনা গোপনে খেলাফত মজলিসের সঙ্গে উপরোক্ত  
৫ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এই চুক্তিকে আবার চুক্তি না বলে মার্কিনি কায়দায় একে আওয়ামী  
লীগের সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদক উভয়েই গড় বা সবসড়ৎবহফঁস ডুভঁ হফবৎৎধহফরহম বলে  
অভিহিত করেছেন। গড় কি এক ধরনের চুক্তি নয়? তাছাড়া এটা যদি চুক্তি না হয় তাহলে এটা কী?  
নির্বাচনে জয়যুক্ত হলে দুই পক্ষ কী করবে এ বিষয়ে লিখিতভাবে যে অঙ্গীকার তারা করেছেন, এটা চুক্তি  
না হলে নির্বাচনের পর কি তা কার্যকর করা হবে না? এই মতলবে যদি কাগজে ৫ দফা স্বাক্ষর করা হয়,  
তাহলে কি এটা প্রতারণার মধ্যে প্রতারণা নয়? এই কর্মও কি কোনভাবে সমর্থনযোগ্য?

২০০৭ সালের নির্বাচন সামনে রেখে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ যেভাবে নিজেকে  
পরিচালনা করেছে, যেভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি নির্ধারণ করেছে, যেভাবে একের পর এক দাবি  
অপরিকল্পিতভাবে উত্থাপন করেছে এবং যেভাবে রীতিনীতির বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে মরিয়া হয়ে জোট  
এবং মহাজোট গঠনে নিযুক্ত হয়েছে, তা থেকে এটা বোঝার অসুবিধা নেই যে, আওয়ামী লীগের অক্ষম  
নেতৃত্বের কোন স্ট্র্যাটেজি বা রণনীতি নেই। রণনীতি না থাকলে কৌশল নির্ধারণ সঠিকভাবে সম্ভব হয়  
না। আওয়ামী লীগের পক্ষেও তা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই কৌশলের নামে তারা সুবিধা লাভের আশায়  
এলোপাতাড়ি কাজ করেছে। এই এলোপাতাড়ি কাজের একটি দৃষ্টান্ত-ই হল, খেলাফত মজলিসের সঙ্গে  
তাদের ৫ দফা চুক্তি। কৌশলের পরিবর্তে এভাবে কাজ করেই তাদের এখন লেজেগোবরে অবস্থা।

এই লেজেগোবরে অবস্থা যে তাদের নির্বাচন জয়কে আর নিশ্চিত করছে না, এটা বলাই বাহুল্য। যে জয়  
একেবারে নিশ্চিত ছিল, তাকে অনিশ্চিত করার কৃতিত্ব যে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং  
দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে তার বিশ্বাস- চক্রের এতে সন্দেহ নেই। এদিক দিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির  
মধ্যে পার্থক্য আছে। বিএনপি নেতৃত্ব চরম প্রতিক্রিয়াশীল, নীতিহীন ও জামায়াতে ইসলামীর মতো নিকৃষ্ট  
ধর্মীয় দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা হলেও তাদের একটা নির্দিষ্ট স্ট্র্যাটেজি বা রণনীতি আছে এবং সে কারণে  
কৌশল নির্ধারণে তারা ইতিমধ্যে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছে। এ কারণে পাঁচ বছর অনেক  
দুর্নীতি, প্রতারণা, নির্যাতন, সম্ভ্রাস ইত্যাদি করা সত্ত্বেও গত কয়েক মাসে তারা নিজেদের অবস্থার অনেক  
উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের বিভিন্ন কাজের জন্য জনগণ তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়েছে। তাদের  
শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে, কিন্তু তাদের নিয়ে হাসাহাসি করার কোন সুযোগ বিএনপি দেয়নি।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে এদিক দিয়েও তাদের পার্থক্য। কারণ আওয়ামী লীগ তাদের ১৪ দল ও মহাজোট  
গঠন করে এবং একতরফাভাবে যেসব কাজ করে চলেছে, তাতে তাদের বিরুদ্ধেও যে জনমত গঠিত  
হয়েছে তাই নয়, তারা একটি হাস্য্যাস্পদ দল, হাস্য্যাস্পদ জোট ও হাস্য্যাস্পদ মহাজোটে পরিণত হয়েছে।  
এটাই স্বাভাবিক, কারণ আওয়ামী লীগ মহাজোট গঠন করে তার মধ্যেই এরশাদের মতো চোর, বিএনপি  
থেকে বের হয়ে আসা চরম দুর্নীতিবাজ লোকজন নিয়ে গঠিত এলডিপি, খেলাফত মজলিসের মতো ধর্মাত্ম  
রাজনৈতিক দল এবং সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচয়দানকারী একাধিক দল নিয়ে নির্বাচনী  
রাজনীতির অঙ্গনে যে রঙ-তামাশা শুরু করেছে সে রঙ-তামাশা উপভোগ করার মতো অবস্থা বাংলাদেশের  
জনগণের নেই। বিএনপি-জামায়াত জোটের পাঁচ বছরের নির্যাতনমূলক শাসন ও শোষণ, লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে

গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ সৃষ্টির যে সম্ভাবনা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ছিল সে সম্ভাবনা আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী এবং অক্ষম নেতৃত্ব শেষ করেছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, বাংলাদেশে বর্তমান শাসক শ্রেণীর কোন অংশের দ্বারাই জনগণের ও 'স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি' হিসেবে দেশ পরিচালনা করা একেবারেই সম্ভব নয়।

২৬.১২.২০০৬